দেবাশিস তরফদার (১৯৫৮-)

আশ্বিনী ২

একদিন চলে যাব। বোম্বাই নগরে।
সেখানে, তারার ভিড়ে, খুঁজেও পাব না
মাতাদের অভিশপ্ত, বন্দরে বন্দরে
শুকাইব। ঘুরে ঘুরে। সেই দুর্ভাবনা

আজ ছায়া ফেলে মনে। যদি দৈবাধীন,
যদি তাকে ভুলে যাই, যদি বা হারাই,
যদি দুঃস্পপ্নেও আমি হই বঙ্গহীন,
তবে কি আশ্বিননিশি আমাকে ছাড়াই

একাকী সজ্জিত হবে? আমি যদি মরি,
হে বঙ্গসুন্দরী, অন্য কেউ লবে নাম?
কখনো, আশ্বিনে, যদি হই দীপান্তরী,
সপ্তমীতে, করি যদি, সেরেস্তার কাম

তবে তুমি, দুর্ভাগিনী, মৃতকের মাতা
করিও পঠন এই কবিতার খাতা।

আমাদের বাড়ি

আমাদের বাড়ির যে কোনো কামরা থেকে চোখ অনেক দূর যেতে পারে। আছে অনেক জানালা, আর প্রচুর আলো। কতদিন পরে আমরা এলাম।

আমি ভেবে পাই না কোন্ দিক দিয়ে কেমন করে দেখব। বারান্দা থেকে দক্ষিণ দক্ষিণ দিকে পেঁপে গাছের হাওয়াটা দেব, নাকি পূর্বদিকে ধোপাকে দেব ইস্ত্রি করতে, যার মাথার উপর প্রচুর পাতালতার ছাতা আর নিমগাছের বাতাস।

কখনো পশ্চিম জানালাটা দেখি, যার নাম দিয়েছি সবুজ ঝরোখা, কেননা সে সবুজে সবুজে ঢেকে গেছে। কখনো দেখি তারে পাখি বসে আছে আর দেবদারু গাছটা মৃদু মৃদু দুলছে।

যাই, পূর্বদিকের জানালার পাশেই বসি গিয়ে। গলি, ছায়া, রৌদ্র। হয়ত ফেরিওলাও আসবে। কতদিন এই গলিটা দেখিনি।

দেশ (অংশ)

চতুঃসীমা বলা হয়। হে পাঠক, ভ্রূ-কুঞ্চিত, সামাজ্যবাদের চিহ্ন পেলে বুঝি?
সত্য তাই কবিমন সতত সাম্রাজ্য গড়ে, যেরকম বালকেরা অবিরত
সম্পদ কুড়াতে থাকে, সিগারেট বাক্স, ভাঙা কাপের হাতল, কার্ড, পরিত্যক্ত
ট্রামের টিকিট, ভরে ঝুলি তার অগণিত মহার্ঘ বাতিল পণ্যে, আমিও তো
তেমনি সম্পদলোভী, পৃথিবীর পথে পথে যেখানে যা পড়ে ছিল সব চুরি করে
গড়েছি ভাণ্ডার তার প্রতিটি মাটির ঢেলা সুবর্ণগহনাজ্ঞানে রাখি রত্ন-ভরে।

যেমন হারাংগাজাও। সামান্য সে জনপদ। শ্যামল পর্বতে ঘেরা। ছোটো নদী।
কেউ বা সিলেটি, কেউ অসমিয়া, হিন্দিভাষী, ডিমাছা, নেপালি কিংবা আর কেউ।

বন্দরে খালাসি যথা, ভিন্ন বুলি, ভিন্ন চাল, একত্রে বাজারে মেশে, চা-দোকানে।
পচা বান্ খেতে খেতে মিষ্টির দোকানে বসে শুনি কতরূপ ভাষা, লাগে ঢেউ
অকস্মাৎ মর্মদেশে, ওই যে কাছাড়ি নার্স, হিন্দুস্থানি ড্রাইভার, সিলেটি মাস্টার
—সবাইকে মনে মনে চুরি করি, উহাদের কাউকে ছাড়ি না আমি, প্রত্যেকে আমার।

দেশ গড়ি ওইভাবে। বড়দিনে শিলঙের উঠানের ডালিয়ায় মুক্তাবৎ
বরফের মণিগুলি, অদূরে চার্চের ঘণ্টা, সুঁটকিরন্ধনের গন্ধ, কার বাড়ি
অদৃশ্য বালিকা গাহে— জগতে আনন্দযজ্ঞ, নাতিদূরে কমলার ফলভারে
নত ডাল নীল পটে। এইসব, সবই দেশ। প্রতিটি রঙিন সূতা, যত পারি,
সানন্দে কুড়াই আমি, প্রতিটি জামার কুচি, সানন্দে সিলাই করি, জোড়াতালি দিয়ে
বাউলের অত্যুদ্ভূত সুন্দর জোব্বার মতো একটি স্বদেশ আমি নিয়েছি বানিয়ে।

বাউলের কথা হতে রেলগাড়ি মনে এল। দ্বিতীয় শ্রেণীর রেল স্বদেশের
সার্থক প্রতিমা। ভাব, ধূপগুড়ি ইস্টেসন, ফিরিওলা চোরামাল-সুশোভিত
ডালা খোলে— ছাতা, চাকু, হাতপাখা, রেকর্ডার। ঝুঁকে পড়ে হনিমুন-অভিমুখী
সরল দম্পতি এক, কিংবা এক নাগা বালা, কলকাতা-নায়র শেষে প্রত্যাগত
লামডিঙের বউ কোন, খিচুড়ি যাহার ভাষা, ভুটানসীমান্তবাসী ক্ষুদ্র সদাগর,
এইসব মিলে মিশে আশ্চর্য স্বদেশ জন্মে। দেশকল্পনার এই রসায়নঘর।